কমলগঞ্জে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ সমাবেশ

কমলকন্ঠ রিপোর্ট ।।

শারদীয় দুর্গা পূজা ও পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি কর্তৃক প্রতিমা ভাংচুর, সনাতন ধর্মালমীদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, ধর্ষন এবং হত্যার প্রতিবাদে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সংগঠন মানবন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।
২৪ অক্টোবর রবিবার সকাল ১১ টায় কমলগঞ্জ উপজেলা চৌমুহনীর ময়না চত্তরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমলগঞ্জ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি জিডিসন প্রধান সুচিয়াং এর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন দেবের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন- উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রামভজন কৈরি, কমলগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি, জাগো হিন্দু পরিষদ কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার আহবায়ক বিশ্বজিৎ রায়, উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাংবাদিক সুব্রত

দেবরায় সঞ্জয়, কমলগঞ্জ ইসকন মন্দিরের সহঃসভাপতি জ্যোতির্ময় দেব, সাংবাদিক প্রনীত রঞ্জন দেবনাথ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিলকিস বেগম, উপজেলা হিন্দু মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিংহ, উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক এড. নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রহিমপুর ইউনিয়ন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কালিপদ দেব, সাংবাদিক সাব্বির এলাহী, শাহীন আহমেদ, মনিপুরী যুবকল্যান সমিতির সভাপতি প্রদীপ কুমার সিংহ, চা শ্রমিক নেতা সীতারাম বীন, মহিলা চা শ্রমিক নেত্রী গীতা রানী কানু ও উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চন্দ্র দাস প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা পূজা উদয়াপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রত্যুষ ধর, উপজেলা হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অর্জুন দেবনাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক সজীব দেবরায়, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কমলগঞ্জ ইউনিটের সদস্য সচিব, জাগো হিন্দু পরিষদ কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার সদস্য রাজু দত্ত, উপজেলা মহিলা আওয়ামীলীগের নেত্রী মুন্না রায় প্রমুখ। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় হিন্দু- বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও জাগো হিন্দু পরিষদের বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটি, হিন্দু মহাজোট ও অঙ্গ সংগঠন, বাংলাদেশ হিন্দু ছাত্র পরিষদ,তরুন সনাতনী সংঘ, বাংলাদেশ মনিপুরি যুবকল্যান সমিতি, রহিমপুর পূজা উদয়াপন পরিষদ, ভানুগাছ নামহট্ট মন্দির, আলীনগর নামহট্ট মন্দির, তিলকপুর নামহট্ট মন্দির, পাত্রখোলা ট্রাইবাল কেয়ার সেন্টার, ভক্তির সন্ধানে,রামপুর সার্বজনীন দূর্গাবাড়ি সহ বিভিন্ন সংগঠন অংশ নেয়। এসময় বক্তারা কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুর, ধর্ষণ, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। কুমিল্লার ঘটনার মূলহোতা ইকবালের ফাসির দাবি জানানো হয়। এছাড়া সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি জানান বক্তারা। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা শেষে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে উপজেলা পরিষদে কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে চারদফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।